36387 - কোরবানীর একটি পশু কয়জনের পক্ষ থেকে বধৈ হবে?

প্রশ্ন

আমি, আমার স্ত্রী ও সন্তানরো সহ পরবিাররে সদস্য আটজন। আমাদরে জন্য কি একটি কোরবানীর পশু যথষ্টে হবে? নাকি প্রত্যকেরে পক্ষ থকেে একটি পশু কোরবানী দতিে হবে? যদি একটি পশু যথষ্টে হয় তাহলে আমি ও আমার প্রতবিশেী একই কোরবানীর পশুতে অংশীদার হওয়া বধৈ হবে কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

কোরবানীর পশু হসিবেে একটি মষে ব্যক্তি নজিরে পক্ষ থকেে, তার পরবিাররে সদস্যদরে পক্ষ থকেে এবং যত মুসলমানরে পক্ষ থকেে নয়িত করে সবার পক্ষ থকেে যথষ্টে হবে। দললি হচ্ছে আয়শো (রাঃ) এর হাদসি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি মষে আনার নর্িদশে দলিনে যটেরি পায়রে রঙ কালো, পটেরে রঙ কালো, চোখরে রঙ কালো। নর্িদশে অনুযায়ী কোরবানীর জন্য মষেটি আনা হল। তখন তনিি আয়শো (রাঃ) কে বললনে: হে আয়শো! তুমি ছুরটিি নয়িে আস (অর্থাৎ আমাকে ছুরটিি দাও)। তনিি ছুরটিি নয়িে এলনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছুরটিি এবং মষেটকিওে নলিনে। এরপর মষেটকিে শুইয়ে দয়িে জবাই করলনে (অর্থাৎ জবাই করার প্রস্তুতি নলিনে)। এরপর বললনে: বসিমল্লিাহ, হে আল্লাহ! এটি মুহাম্মদরে পক্ষ থকেে, মুহাম্মদরে পরবিাররে পক্ষ থকেে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর পক্ষ থকেে কবুল করুন। অতঃপর তনিি সে মষেটি কোরবানী করলনে।[সহহি মুসলমি]

ব্যাকটেরে ভতেররে অংশটুকু ব্যাখ্যা; মূল হাদসিরে অংশ নয়।

আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি বলনে: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে যামানায় একজন ব্যক্তি একটি ছাগল দয়িে নজিরে পক্ষ থকেে ও নজিরে পরবিাররে পক্ষ থকেে কোরবানী দতি। নজিরো খতে এবং অন্যদরেকওে খাওয়াত।"।[সুনানে ইবনে মাজাহ ও সুনানে তরিমযিি; তরিমযিি হাদসিটকিে 'সহহি' বলছেনে। আলবানী সহহিুত তরিমযিি গ্রন্থে (১২১৬) হাদসিটকিে 'সহহি' আখ্যায়তি করছেনে]

অতএব, কনো লোক যদি একটি ছাগল কংিবা একটি ভড়ো দয়িে কোরবানী দয়ে তাহলে সটো তার নজিরে পক্ষ থকেে, তার

পরবিাররে মৃত বা জীবতি যত সদস্যদরে পক্ষ থকেে নয়িত করে সকলরে পক্ষ থকেে জায়যে হবে। যদি আমভাবে বা খাসভাবে কোন নয়িত না করে তাহলে ‘আহলে বাইত’ বা পরবিার বলতে মানুষরে ব্যবহারে যাদরেকে বুঝায় কংিবা ভাষাগতভাবে যাদরেকে বুঝায় তারা সকলে এর অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রথাগতভাবে ব্যক্তি যাদরে ভরণপোষণ কর— স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয়স্বজন তাদরেকে পরবিার বলে। আভধিানকি অর্থে পরবিার বলতে ব্যক্তরি সসেব আত্মীয়দরেকে বুঝায় যারা তার নজিরে বংশধর, তার পতিার বংশধর, তার দাদার বংশধর কংিবা তার প্রপতিামহরে বংশধর।

একটি মষে দয়িে যাদরে যাদরে পক্ষ থকেে কোরবানী করা জায়যে একটি উটরে সপ্তমাংশ কংিবা একটি গরুর এক সপ্তমাংশ দয়িে তাদরে সবার পক্ষ থকেে কোরবানী করা জায়যে। তাই, কউে যদি এক সপ্তমাংশ উট দয়িে কংিবা এক সপ্তমাংশ গরু দয়িে তার পক্ষ থকে, তার পরবিাররে পক্ষ থকেে কোরবানী দয়ে সটো জায়যে হবে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদরি পশুর ক্ষত্রেে এক সপ্তমাংশ উট ও এক সপ্তমাংশ গরুকে একটি ছাগলরে স্থলাভষিক্তি করছেনে। অনুরূপ বধিান কোরবানীর ক্ষত্রেওে প্রযোজ্য হবে। যহেতেু এক্ষত্রেে কোরবানী ও হাদরি মধ্যে কোন পার্থক্য নইে।

দুই:

দুই বা ততোধকি ব্যক্তি একটি মষে ক্রয়ে অংশীদার হয়ে সবার পক্ষ থকেে কোরবানী দয়ো জায়যে নয়। কনেনা কুরআন-সুন্নাতে এই মর্মে কছিু উদ্ধৃত হয়নি। অনুরূপভাবে আট বা ততোধকি ব্যক্তি একটি উট কংিবা একটি গরুতে অংশীদার হওয়া জায়যে নইে (তবে সাতজনরে একটি উটে কংিবা গরুতে অংশীদার হওয়া জায়যে আছ)। কনেনা ইবাদতগুলো তাওকফিয়িযা (দললিরে সীমায় বধিান সীমাবদ্ধ এমন)। এগুলোর ক্ষত্রেে নর্িধারতি সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না; সটো সংখ্যাগত সীমা হোক কংিবা পদ্ধতগিত সীমা হোক। তবে, সওয়াবরে ক্ষত্রেে অংশীদার করা যতেে পার। যমেন সওয়াবরে ক্ষত্রেে অগণতি মানুষকে অংশীদার করার কথা উল্লখে আছ।